1-5-53

মুভিটেক্‌নিক্‌ সোসাইটী লিমিটেডের

নিবেদন

কেরাণীর জীবন

•

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দিলীপ মুখার্জ্জী**

সহকারী : শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও বিমল ব্যানার্জি

কাহিনী, সংলাপ ও গান : ছবি বন্দোপাধ্যায়। সুর-শিল্পী : লক্ষণ হাজরা। চিত্র-শিল্পী : ধীরেন দে। সহকারী : রামনন্দন, কৃষ্ণধর, মধু ভট্টাচার্য্য ও বৃন্দাবন। শব্দ-যন্ত্রী : নৃপেন পাল। সহকারী : শশাঙ্ক বোস ও হরদা মহন্তী। সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সহকারী : রবীন সেন। শিল্প-নির্দ্দেশক : অনিল পাইন। কর্ম্ম-সচিব : সুখেন চক্রবর্ত্তী। ব্যবস্থাপক : দ্বিজেন ভৌমিক। তত্বাবধায়ক : মুরারী শীল। আলোক নিয়ন্ত্রণে : গোপাল কুণ্ডু। সম্পাতে : সতীশ, শৈলেন, রামপদ ও রাম। রূপ-সজ্জায় : তিনকড়ি অধিকারী, প্রমথ ও বরেন। কারুশিল্পী : নারায়ণ মিস্ত্রী।

রাধা ফিল্মস্‌ ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

•

ভূমিকায় :

জহর গাঙ্গুলী : বাণী গাঙ্গুলী : যমুনা সিংহ : বিকাশ রায় : রেণুকা রায় : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় : অমিতা বোস : ভানু বন্দোপাধ্যায় : রবি রায় : শম্ভু বন্দোপাধ্যায় : গৌরী শঙ্কর : মাঃ চন্দন : শিবকালী : দেবকুমার : মনি শ্রীমানি : মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় : বসন্ত প্রধান : সত্যেন মুখোপাধ্যায় : খগেন পাঠক : মাঃ মণ্টু : (নবাগত) প্রেমাংশু বোস।

একমাত্র পরিবেশক : **উদয়ন ডিষ্ট্রীবিউটর্স**

কেরাণীর জীবন

বিধুবাবুকে ত' আপনারা চেনেন—বিধু মুখুজ্জে গো। অফিসে সব কাজ তাঁর নখ দর্পণে কারণ তিনি বড়বাবু কিন্তু বাড়ির কোন খবর তিনি রাখেন না। একান্ত নিরীহ গো-বেচারি লোক। মাসের মাইনেটা বড় মেয়ে বিধবা মাধুরীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি দায় থেকে মুক্তি পান।

বিধুবাবুর স্ত্রী সৌদামিনী নেহাৎ সেকালের লোক। ভাগ্যের ওপর কোন হাত নেই একথা সৌদামিনী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। বড় মেয়ে মাধুরী যখন নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে অভিযোগ জানায়, সৌদামিনী বলেন—"লেখা পড়া জানা ভাল ছেলে দেখেই ত' তোর বিয়ে দিয়েছিলাম, তখন কে জানতো বল……"। মাধুরী বলে—"আমার যা হবার তাতো হয়েছে কিন্তু মিনু, বুলুকে আর তোমরা 'কেরাণীর' সঙ্গে বিয়ে দিওনা।"

মিনুও কেরাণীদের ভাল চোখে দেখে না ; তাই রবীন যখন এলাহাবাদ থেকে এম-এস্-সি পাশ করে ফিরে এসে কেরাণীর চাকরি করবে বলে জানালে, মিনুর মন বিষিয়ে উঠ্লো। রবীনের বাবা আর বিধুবাবু ছিলেন বন্ধু। ওঁরা পাশাপাশি ভাড়াটে বাড়িতে বহুদিন বাস করেছেন।

আর পাঁচজন কেরাণীর মত যৌবনে বিধুবাবুও সুখের সংসার, সরল জীবন যাত্রার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু একটানা তিরিশ বছর কলম চালাতে চালাতে ভোঁতা নিবের মুখে, তারা কোথায় মিলিয়ে গেল। মেজ মেয়ে শিবানীকে বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন—মেয়ে সুখী হবে বলে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক ভগবান করেন অন্য। বিয়ের সময় গয়নার সোনা কিছু কম পড়েছিল বলে শিবানীর শ্বাশুড়ী শিবানীকে বাপের বাড়ি পাঠান না।

বিধুবাবুর বড় ছেলে পট্‌লা অদ্ভুত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিল। স্কুলের লেখা পড়া তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেও পটলচন্দ্র সাধারণ কথাগুলো মুখে মুখে গৈরিশ ছন্দের ছাঁচে ফেলে অনর্গল বলে যেতো। সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে পরেশচন্দ্রের নাম জানতো না এমন লোক ছিল না। সে কল্পনা করতো একদিন সে বিরাট অভিনেতা হবে, বাড়ির অভাব অনটন সে ঘোচাবে। বিধুবাবু পটলা সম্বন্ধে হালছেড়ে দিলেও ছেলের অভিনয় প্রতিভা নিয়ে মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন। মাধুরী কিন্তু পটলার ওপর ছিল বড় রূঢ়। পট্‌লা মাধুরীকে বড় ভয় করতো, সে ভাবতো বড়দি'র মন বোধ হয় ইস্পাত দিয়ে গড়া।

. দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও সংসার একরকম চলছিল, হঠাৎ মেজ মেয়ে শিবানীর বাড়ী থেকে অপমান হয়ে ফিরে এসে বিধুবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে শয্যা নিতে হ'ল। সংসার অচল হ'য়ে উঠ্‌লো। কয়লাওয়ালা, গয়লা, বাড়িওয়ালা, মুদীর তাগাদায় সাংসারিক জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এদিকে বিধুবাবুর অসুখের চিকিৎসায় সৌদামিনীর যা দু'চারখানা গয়না ছিল বাঁধা পড়ে গেল। এর মধ্যে একদিন পট্‌লা মদ খেয়ে বাড়ি ফিরলো—তার মুখ দিয়ে কাশতে কাশতে রক্ত উঠলো। সৌদামিনীর চোখের সামনে সারা সংসারটা ঝাপ্‌সা হয়ে এল। এই নিদারুণ আঘাতে বিধুবাবুর অসুখ গেল বেড়ে। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে মিনু—যে একদিন কেরাণী বৃত্তিকে ঘৃণা করতো, সেই কেরাণী-জীবন বেছে নিল। বিধুবাবুর অফিসেই তার চাকরী হলো; ছোট সাহেব মিঃ গুহর প্রাইভেট সেক্রেটারী। রবীনও এই অফিসেই চাকীর করতো। সকলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লো কিন্তু অলক্ষ্যে নির্মম বিধাতা হাস্‌লেন। মিঃ গুহ অকস্মাৎ একদিন মিনুর কাছে প্রেম নিবেদন করে বস্‌লো, আর ঠিক সেই সময়ে রবীন ঢুকলো সেই ঘরে। কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। মিনু আর রবীনের মধ্যে বিচ্ছেদের মেঘ ঘনিয়ে উঠ্‌লো।

পট্‌লার অসুখ বেড়েই চলেছে। যক্ষ্মা তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পট্‌লার মাথার শিয়রে বসে সেই বড়দি, নিরলস ছুটো হাতে সেবা করে যাচ্ছে। বুকে তার অসীম স্নেহ, চোখে তার জল। রবীন এলো বিধুবাবুকে দেখতে। বিধুবাবু রবীনের হাত ছু'টো ধরে মিনুকে তার হাতে তুলে দেবার সংকল্প জানালেন। মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধের কথা রবীন ঠেল্‌তে পারলো না। সে কথা দিল, বিধুবাবুর কথা সে রাখবে—মিনুকে সে বিয়ে করবে।

পট্‌লা কিন্তু বাঁচলো না। মায়ের স্নেহ, বড়দির সেবা, ডক্তারের অকুণ্ঠ চেষ্টা, ভাইবোনেদের অকৃত্রিম ভালবাসা তাকে আটকে রাখতে পারলো না। পট্‌লা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। অপূর্ব সম্ভাবনা অকালে নষ্ট হয়ে গেল—সুযোগ আর পথনির্দ্দেশের অভাবে।

বিধুবাবু কি এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন? কেরাণীর জীবন কি শেষ হয়ে গেল?

মিনুর গান

বাঁশি যদি হতাম আমি
কৃষ্ণ তোমার হাতে,
আমার কথা মিশিয়ে দিতাম
তোমার সুরের সাথে।
হতাম যদি নূপুর পায়ে
প্রণাম দিতাম মন লুটায়ে
কাজল হলে পেতাম শোভা
তোমার আঁখি পাতে।
কৃষ্ণ আমি হতাম যদি
চন্দনটিপ রাশি,
অনুরাগে রাঙিয়ে দিতাম
তোমার মুখের হাসি।
হতাম যদি বন-ভ্রমরা
পিতম তুমি পড়্‌তে ধরা
কখন থাকো কার সাথে কোন্
গোপীর আঙ্গিনাতে॥

পট্‌লার গান

সিগারেট, সিগারেট, সিগারেট
স্কুল কলেজে, রেস্তোরাঁ, হোটেলে
তুমিই ডিয়ারেষ্ট মেট।
কাঁচি, Cavender, Five Fity-Five
Berkeley, Maypole, Nine Ninety-Nine
Rhodes, Passing Show, Capstan, Gold Flake ধূম
দেখায় Heavenএর Gate.
Cork tipped necklace কখনও শোভা পায় গলে
মণি মুক্তা সম দেহে Trade Mark কত না জ্বলে।
তুমি very smart, ওগো virginian
গুড়ুক তামাক তোমার চেয়ে খানদান॥

—কেরাণীর জীবন

নস্য তোমার চেয়ে পণ্ডিত আরো সিনিয়র
Quality ভেদে তব rate.
বাপ খায়, ছেলে খায়, বিলিতি মেয়েরা খায়,
খায়রে গরীব ধনী শেঠ ॥

বুলুর গান

তার সাথে আজ হ'ল দেখা
চলার পথের বাঁকে,
তুমি স্বপ্নে দেখো যাকে।
গোপন কথা আড়াল ক'রে
নয়নেতে রাখো ধরে,
সে কাছে এলে মনের মধু
লুকিয়ে দিও' তাকে।
তোমার লাগি আনছে পথিক
মিলন-তিমির মালা,
তা'রে তুমি সাজিয়ে দিও
গানের বরণ-ডালা।
সে চাইবে যখন তোমার দেখা
আমি দূরে থাকবো একা,
ওগো অভিমানের হবে পালা
কথার ফাঁকে ফাঁকে ॥

মিনুর গান

এখনো আমার কথা বাকি আছে জীবনের উপকূলে
তবু যেতে হবে অজানার পারে খেয়ার বাঁধন খুলে।
সব দীপ জ্বালা হয়নি আজিও মনে মনে তারি স্মৃতি রেখে দিও,
সব ফুলে সাজি হল না তো ভরা ঢেউ ওঠে দুলে দুলে
শেষ গানখানি হল না তো সারা আবার আসিব ফিরে
মোর লাগি তুমি রহিবে কি বসে বিদায় সাগর তীরে ॥

:

প্রচারক—[illegible]চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত
অনুশীলন প্রেস, ৫২ নং ইণ্ডিয়[illegible]মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।

৭ ম্ভ ক আ শ্রী ম ন ম থ

পরিবেশক- ফাইন ফিল্মস্ রাণী ফিল্মস্-এর নিবেদন **মহারাষ্ট্রকেশরী** পদ্মা, জহর, অনুভা, রেনুকা
রবি রায়, বিপিন গুপ্ত